চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাস — তেইশ নম্বর

ইজেকিয়েলে সংখ্যা চার

Jeff Pippenger
2026-08-09

যিহিষ্কেলকে “শোককারী ভাববাদী” বলে পরিচিত করা হয়, কারণ তিনি সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতীক, যারা তাঁর গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে দেশে ও মণ্ডলীতে সংঘটিত জঘন্য কার্যকলাপের জন্য শোক করছে (দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ও ক্রন্দন করছে)। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে যে *Testimonies* থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, সেখানে সিস্টার হোয়াইট লিখেছিলেন, “ভাববাদী নিজেই এক অপরিচিত দেশে একজন অপরিচিত ছিলেন, যেখানে সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হিংস্র নিষ্ঠুরতা সর্বোচ্চ প্রাধান্য লাভ করেছিল। মানবীয় অত্যাচার ও অন্যায় সম্পর্কে তিনি যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, তা তাঁর প্রাণকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল, এবং তিনি দিনরাত তীব্রভাবে শোক করেছিলেন।”

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলেন ইস্রায়েলের “পরিত্যক্তেরা,” যারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যেমনটি ইযিকিয়েলকে বন্দিত্বে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে। ইযিকিয়েল ৯-এ যে সীলমোহরের প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হয়েছে, তা প্রকাশিত বাক্য ৭-এর একই বিষয়, এবং এই উভয় অধ্যায়ই অন্তিম কালে সংঘটিত হচ্ছে বলে উপস্থাপিত হয়েছে।

> “ঈশ্বরের দাসদের এই মুদ্রাঙ্কন সেই একই বিষয়, যা দর্শনে যিহিষ্কেলকে দেখানো হয়েছিল।” Testimonies to Ministers, 445.

সিংহাসন থেকে ঈশ্বর করূবদের নির্দেশ দেন, আর তারা পর্যায়ক্রমে চাকার কার্য পরিচালনা করে। দর্শনের মাধ্যমে যিহিষ্কেলকে বুঝতে হতো যে, সবকিছু যখন বিশৃঙ্খল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল, তখনও ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। সিস্টার হোয়াইট বলেন, “in like manner”—ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে করূবদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আর তারা পৃথিবীর কার্যাবলি পরিচালনা করছে—এই কাঠামো বর্ণনা করার পর, যেমন তিনি সেই পবিত্রস্থানে যোহনকে বর্ণনা করেন যেখানে খ্রিষ্ট সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করছিলেন। যিহিষ্কেল ও যোহন তাদের প্রতীক, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ে জীবিত থাকে; যাদের সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা লিপিবদ্ধ করেছে, “The scenes to be enacted in our world are not yet even dreamed of.”

নিশ্চয়ই যখন সিস্টার হোয়াইট সেই কথাগুলি লিখেছিলেন, তখন সেই কথাগুলি সত্য ছিল, কিন্তু সিলমোহরের সময়ে সেগুলি তাদের পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করে। প্রায় বিশ বছর আগে, আপনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে এখন পৃথিবীতে যা ঘটছে, তা ইসলামের পঙ্গপালের ঝাঁকের সঙ্গে সম্পর্কিত? প্রকাশিতবাক্যের নবম অধ্যায়ে ইসলামকে প্রতীকরূপে নির্দেশকারী পঙ্গপাল উত্তর আফ্রিকার পঙ্গপালের স্বাভাবিক পরিযানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আফ্রিকার সেই ঝাঁকবদ্ধ পঙ্গপালের পরিযানপথ সেই ভূগোলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ইসলাম অধিকার করেছিল। ইসলাম ইশ্মায়েলের বংশধর, এবং ইশ্মায়েলের মাতা ছিলেন হাগার। “হাগার” অর্থ “পলায়ন” বা “পলায়ন করা।” আরবিতে নামটি সাধারণত হাজর (هاجر) রূপে উপস্থাপিত হয়, এবং এটি সেই একই মূলের সঙ্গে সংযুক্ত, যেখান থেকে আমরা হিজরা (মুহাম্মদের হিজরত/পলায়ন) শব্দটি পাই। ইসলামের শিকড় কেবল পঙ্গপালের ঝাঁকের সঙ্গে

সম্পর্কিত নয়, বরং সেই শিকড়ের মধ্যে পরিযানের অর্থও অন্তর্ভুক্ত। কেউ কি কখনও কল্পনা করেছিল যে অবৈধ অভিবাসন ইসলামের পঙ্গপালের একটি প্রকাশ?

কেউ কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিল যে বৈশ্বিক কমিউনিস্টরা ইসলামিক জনসমাবেশের সঙ্গে একটি জোট গঠন করবে? ইসলাম এবং বৈশ্বিকতাবাদীদের ড্রাগন-শক্তি—উভয়ই যথাক্রমে প্রকাশিত বাক্য ৯/১১-এ অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে, এবং অতল গহ্বর শয়তানি শক্তির এক প্রকাশকে প্রতিনিধিত্ব করে। সত্যের শাস্ত্রসমূহ অনুসারে বর্তমান এই দুই মিত্রই শয়তানের যন্ত্র।

> “‘যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে [সমাপ্ত করিতেছে]।’ দুই সাক্ষীর পক্ষে শোকবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ভাববাণী করিবার যে কাল নির্ধারিত ছিল, তাহা ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়। তারা যখন অজ্ঞাততার মধ্যে নিজেদের কার্যের পরিসমাপ্তির নিকটে উপস্থিত হইতেছিল, তখন ‘অগাধ গহ্বর হইতে উঠিয়া আসা পশু’ রূপে প্রতীকায়িত শক্তির দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইবার ছিল। ইউরোপের বহু জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের শাসনকারী ক্ষমতাসমূহ পাপাসির মাধ্যমে শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে শয়তানীয় শক্তির এক নতুন প্রকাশ দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে।” দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ২৬৮।

সিস্টার হোয়াইট এখানে ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করেছেন, একই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে শয়তান পাপাল শক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। পাপাল শক্তিও প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে, এবং প্রকাশিত বাক্যের নয় অধ্যায়ে ইসলাম হলো সেই ধোঁয়া, যা অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মূল বিষয়টি তবু অটল থাকে; অনুপ্রেরণা কি সত্যিই এই অর্থই বোঝাতে চেয়েছিল, “আমাদের জগতে যে সব দৃশ্য অভিনীত হবে, সেগুলি এখনও স্বপ্নেও কল্পনা করা হয়নি”? কে কল্পনা করেছিল যে ইসলাম এখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং এখন আমেরিকাসমূহের ওপর নেমে আসবে? আপনি কি কল্পনা করেছিলেন যে পঙ্গপালসমূহ জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিশ্ববাদীদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে?

কে কখন কল্পনাও করেছিল যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কমিউনিস্ট ও ইসলামী জোটের দ্বারা অধীনস্থ হয়ে পড়বে—যে জোটকে এখন করদাতা নাগরিকদের করের অর্থ দিয়ে অর্থায়ন করা হচ্ছে, অথচ তারা কখনোই ইচ্ছা করেনি যে তাদের করের অর্থ সেই জাতিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হবে, যে জাতি সেই করের অর্থ জোগান দিচ্ছে।

কে কল্পনা করেছিল যে গ্রেট ব্রিটেনে ইসলাম দ্বারা শ্বেতাঙ্গ কন্যাদের সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, অপহরণ, বন্দিত্ব এবং হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন ও প্রশ্রয় দেবে? অনেকে এই সত্যটি তুলে ধরেন যে মানব ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে; কিন্তু ব্রিটেনের সমাজতন্ত্রের ফলও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ততটাই নিন্দাসূচক সাক্ষ্য, যতটা সেই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের ব্যর্থতা।

কে কল্পনা করতে পারত যে, পৃথিবীর বণিকদের সতেরো মিলিয়নেরও অধিক মানুষকে গণহত্যার মাধ্যমে হত্যা সাধনের জন্য বিষ প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে?

কে কল্পনা করেছিল যে, জর্জ সোরোস, বিল গেটস এবং অ্যান্থনি ফাউচির মতো লোকদের তাদের পৈশাচিক মন্দকর্ম সম্পূর্ণরূপে কোনো পরিণতি ছাড়াই সম্পাদন করার

অনুমতি দেওয়া হবে?

যখন সিস্টার হোয়াইট বলছিলেন যে সংঘটিত দৃশ্যসমূহ কল্পনাতেও আসবে না, তখন তিনি তা বলছিলেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়কালকে প্রেক্ষাপট করে। তিনি মথি চব্বিশে খ্রিস্টের সতর্কবাণী সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় এই কথা বলছিলেন, যেখানে তিনি লিখেছেন, “এই শিক্ষাগুলি আমাদের উপকারের জন্য। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর স্থির রাখতে হবে, কারণ আমাদের ঠিক সম্মুখেই এমন এক সময় রয়েছে যা মানুষের প্রাণকে পরীক্ষা করবে। খ্রিস্ট, জলপাই পর্বতের উপর, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে ভয়াবহ বিচারসমূহ ঘটবে, সেগুলি বর্ণনা করছিলেন।”

তিনি যে শিক্ষাগুলোর প্রতি সদ্য ইঙ্গিত করছিলেন, সেগুলো ছিল পবিত্রধামে যিহিষ্কেল ও যোহন—উভয়ের—চিত্রণ, যেখানে তারা এই সত্য অনুধাবন করতে শিখছিল যে ঈশ্বরই সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী। যে বিভ্রান্তি ও বিদ্রোহ এখন কার্যকর রয়েছে—এক বিভ্রান্তি ও বিদ্রোহ, যা ইতিহাস অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলই তীব্রতর হবে—তার মধ্যে ঈশ্বরের বার্তাবাহকেরা, যাদের প্রতিরূপ কেবল মন্দিরে যিহিষ্কেল ও যোহনই নন, বরং যিশাইয়ও, ইতিহাসের পথে কেবল সেইভাবেই অগ্রসর হবেন যা প্রভুকে মহিমান্বিত করে, যদি তারা বুঝতে পারেন যে এমনকি যেসব বিষয় আমরা কখনও কল্পনাও করিনি, সেগুলোও এখনও ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন।

অন্য চাকার সঙ্গে ছেদকারী সেই চাকাগুলোর মধ্যে সেই ঘটনাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো কখনও কল্পনাও করা হয়নি; এবং সেগুলোই সেই ঘটনাবলী, যা ৯/১১-এ শুরু হওয়া সিলমোহরের সময়ে সংঘটিত হয়। যে শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক, সেগুলো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বিশ্বাসের দ্বারা পরম পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে এবং সিন্দুক থেকে খ্রিষ্ট ও তাঁর আলো বিকীর্ণ হতে দেখে। যখন সেই মহিমা দশম অধ্যায়ে দানিয়েলের দ্বারা উপস্থাপিত রূপে দর্শিত হয়, তখন যারা সেই দর্শন থেকে পলায়ন করছিল, তাদের থেকে সেই আলোর দ্বারা উপকৃত শ্রেণী পৃথক হয়ে যায়।

> আর আমি দানিয়েল, একাই সেই দর্শন দেখিলাম; কারণ যে লোকেরা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই দর্শন দেখেনি; কিন্তু তাহাদের উপর মহা কম্পন উপস্থিত হইল, ফলে তাহারা লুকাইবার জন্য পলাইয়া গেল। দানিয়েল 10:7।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধের ওই অংশ থেকে আরও অনেক কিছু আহরণ করা যেতে পারে, তবে এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটি চাকার বিষয় আলোচনা করব। গত প্রবন্ধে আমরা পঁচিশ সংখ্যার প্রতীকত্ব লক্ষ করেছি, এবং তারও আগে আমরা ত্রিশ সংখ্যা নিয়ে কিছু সময় ব্যয় করেছি। যিহিষ্কেলের পুস্তক থেকে প্রাপ্ত আলোক কেবল প্রতীকী সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তবে বিভ্রান্তির মধ্য থেকে কিছু স্পষ্টতা তুলে ধরতে শুরু করার আগে ঐ সংখ্যাগত প্রতীকগুলির কয়েকটির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হওয়া মূল্যবান।

সতেরো

দুইশত পঞ্চাশ বছরের এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী একটি সতেরো বছরের সময়কালকে চিহ্নিত করে, যা স্মুর্না মণ্ডলীর ইতিহাসের সমাপ্তিতে শুরু হয়। ৩১৩ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত, এই সতেরো বছর পশুর প্রতিমা স্থাপনের প্রতিরূপস্বরূপ।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে যে দুই শত পঞ্চাশ বছর শুরু হয়েছিল, তা খ্রিস্টপূর্ব ২০৭ সালে সমাপ্ত হয়—রাফিয়ার যুদ্ধের সাত বছর পরে এবং প্যানিয়ামের যুদ্ধের দশ বছর আগে। রাফিয়া

থেকে প্যানিয়াম পর্যন্ত ছিল সতেরো বছর, এবং তা দানিয়েলে ১১-এর এগারো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে।

টলেমি চতুর্থ ফিলোপাটর (যিনি টলেমি চতুর্থ নামেও পরিচিত) ছিলেন সেই শাসক যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ২১৭ সালে রাফিয়ার যুদ্ধ জয় করেছিলেন। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ২২১ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০৪ সাল পর্যন্ত টলেমীয় মিশরের রাজা (এবং ফারাও) হিসেবে শাসন করেন; অতএব, তিনি সতেরো বছর শাসন করেছিলেন। তিনি রাফিয়ার যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর শাসন শুরু করেছিলেন, কিন্তু পানিয়ুমের যুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

রাফিয়ার যুদ্ধ, যা ইউক্রেনীয় যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে, ২০১৪ সালে শুরু হয়, যখন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে একটি রঙবিপ্লব ঘটায়। দক্ষিণের রাজা টলেমি চতুর্থ ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিরূপ, যিনি ২০০০ সালে তাঁর শাসন শুরু করেন, অর্থাৎ ২০০১ সালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরদান শুরু হওয়ার আগের বছর। টলেমির ন্যায়, পুতিনও ইউক্রেনীয় যুদ্ধের পূর্বে শাসন শুরু করেন, যে যুদ্ধ ২০১৪ সালে রাফিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিরূপায়িত হয়। পানিয়ুমের পূর্বে পুতিন, টলেমির দ্বারা প্রতিরূপায়িতরূপে, অপসারিত হন। পুতিন ২০০০ সালে শাসন শুরু করেন; সুতরাং এটি সেই সীলমোহরদানের সময়ের সূচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা পরের বছর ২০০১ সালে শুরু হয়। টলেমির দ্বারা প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত সতেরোটি প্রতীকী বছর সেই সময়কালকে চিহ্নিত করে, যতদিন পুতিন শাসন করেন, এবং তিনি তা সীলমোহরদানের সময়কালেই করেন।

৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হওয়া দুই শত পঞ্চাশ বছরের সমাপ্তির দ্বারা উপস্থাপিত ট্রাম্প সেই একই গোপন ইতিহাসে অবস্থান করছেন, যেখানে পুতিনও অবস্থান করছেন—একটি ইতিহাস যা রাফিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু হয়ে সতেরো বছর দীর্ঘ। ড্রাগন (পুতিন) এবং মিথ্যা নবী (ট্রাম্প) এই গোপন ইতিহাসের মধ্যেই অবস্থান করছে। সেই ইতিহাসে পশুটি—“তোমার জাতির দস্যুরা” রূপে উপস্থাপিত, যা পাপীয় শক্তির প্রতীক—রাফিয়া থেকে প্যানিয়াম পর্যন্ত সতেরো বছরের শেষ প্রান্তে অবস্থান করছে।

৩২১ সাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইনকে নির্দেশ করে, এবং ৩২১ সালটি ৩১৩ সালে মিলানের ফরমান থেকে ৩৩০ সালে সাম্রাজ্যের বিভাজন পর্যন্ত সতেরো বছরের একটি সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত।

যোশিয়ার ‘মহান নিস্তারপর্ব’ নামে অভিহিত যে ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে, তা ইহুদিদের সপ্তদশ জুবিলি-চক্রের সূচনা করে। যোশিয়ার নিস্তারপর্ব থেকে, যা পুরাতন নিয়মে সর্ববৃহৎ পুনরুজ্জীবন, ২২ অক্টোবর পর্যন্ত, ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারীয় ইতিহাসকে উপস্থাপন করে; তবে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি ৯/১১ থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের সময় যোশিয়া থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তদশ জুবিলি-চক্র দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। সতেরো এমন একটি প্রতীক যা মোহরাঙ্কনের সময়ের প্রধান ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং সতেরো সংখ্যাটি সেই বিন্দু যেখানে যিহিষ্কেলের চক্রসমূহ পরস্পরকে ছেদ করে।

দানিয়েলের চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসে, যেমনটি একই অধ্যায়ের দশ থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে টলেমির শাসনকাল দ্বারা অজগরটি “17” সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একাদশ পদের রাফিয়ার যুদ্ধ থেকে পনেরোতম পদের রাফিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাস “17” বছর। সেই ইতিহাস ঐ দুই যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত সতেরো বছরের মধ্যভাগে

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প কর্তৃক গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত সেই পশুর প্রতিমূর্তি 313 থেকে 330 পর্যন্ত "17" বছর দ্বারা উপস্থাপিত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদে, ইজেকিয়েল "17তম" যোবেল-চক্রের ত্রিশতম বছরে অবস্থান করছেন। আপনি কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে সেরো সংখ্যা ইজেকিয়েল পরমপবিত্র স্থানে যে চাকার একটি দেখেছিলেন, সেটিকেই উপস্থাপন করে?

যিহিষ্কেল সেই সকলের প্রতীক, যারা সীলমোহরের সময়ে বিশ্বাসের দ্বারা অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছে। তারা পিতরের যাজকগণ।

> তোমরাও, জীবন্ত পাথরের ন্যায়, এক আধ্যাত্মিক গৃহরূপে গঠিত হচ্ছ, এক পবিত্র যাজকসমাজ, যেন যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক উৎসর্গসমূহ নিবেদন কর। ১ পিতর ২:৫।

তাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জনগণের কাছে একটি বার্তা উপস্থাপন করার জন্য, যাদের তখন অতিক্রম করে যাওয়া হচ্ছে; যদিও পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জনগণ দেখবে না, শুনবেও না।

> আর তিনি আমাকে বললেন, মনুষ্যসন্তান, আমি তোমাকে যে গ্রন্থরোলটি দিচ্ছি, তা দিয়ে তোমার উদর ভোজন করাও, এবং তোমার অন্তর পরিপূর্ণ করো। তখন আমি তা ভোজন করলাম; আর তা আমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্টি ছিল। এবং তিনি আমাকে বললেন, মনুষ্যসন্তান, যাও, ইস্রায়েলের গৃহের কাছে যাও, এবং তাদের কাছে আমার বাক্যসমূহ বলো। কারণ তোমাকে কোনো অপরিচিত ভাষার ও দুর্বোধ্য কথার জাতির কাছে পাঠানো হয়নি, বরং ইস্রায়েলের গৃহের কাছে; বহু অপরিচিত ভাষার ও দুর্বোধ্য কথার জাতির কাছে নয়, যাদের কথা তুমি বুঝতে পারতে না। নিশ্চয়, যদি আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাতাম, তবে তারা তোমার কথা শুনত। কিন্তু ইস্রায়েলের গৃহ তোমার কথা শুনবে না; কারণ তারা আমার কথা শুনবে না: কেননা ইস্রায়েলের সমগ্র গৃহ নির্লজ্জ ও কঠিনহৃদয়। দেখো, আমি তাদের মুখের বিরুদ্ধে তোমার মুখ দৃঢ় করেছি, এবং তাদের কপালের বিরুদ্ধে তোমার কপাল দৃঢ় করেছি। চকমক পাথরের চেয়েও কঠিন অদমন্তের ন্যায় আমি তোমার কপাল করেছি; তাদের ভয় কোরো না, এবং তাদের মুখচ্ছবি দেখে বিচলিত হয়ো না, যদিও তারা এক বিদ্রোহী গৃহ। যিহিষ্কেল ৩:৩–৯।

ইযকেয়িলেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি মিলিারীয় ইতিহাসের প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জনগণ এবং অন্তিম দিনের লাওদিকিয়ীয় সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর কাছে একটি বার্তা ঘোষণা করবেন। যদি তিনি সেই বার্তা ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন, তবে যারা সতর্কবার্তা না পেয়ে রয়ে যাবে তাদের রক্তের দায় তাঁর উপর বর্তাবে।

> হে মনুষ্যসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের গৃহের জন্য একজন প্রহরী করেছি; অতএব তুমি আমার মুখের বাক্য শোনো, এবং আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করো। যখন আমি দুষ্টকে বলি, তুমি অবশ্যই মরবে; আর তুমি তাকে সতর্ক না কর, কিংবা দুষ্টকে তার দুষ্ট পথ থেকে সতর্ক করে ফিরিয়ে আনবার জন্য কথা না বল, যাতে তার প্রাণ রক্ষা পায়—সেই দুষ্ট ব্যক্তি তার নিজ অপরাধে মরবে; কিন্তু তার রক্ত আমি তোমার হাত থেকেই চাইব। তবু যদি তুমি দুষ্টকে সতর্ক কর, আর সে তার দুষ্টতা থেকে, কিংবা তার দুষ্ট পথ থেকে ফিরে না আসে, তবে সে তার নিজ অপরাধে মরবে; কিন্তু তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করলে। আবার, যখন কোনো ধার্মিক ব্যক্তি তার ধার্মিকতা থেকে ফিরে গিয়ে অধর্ম করে, এবং আমি তার সামনে এক বিঘ্ন উপস্থিত করি, তখন সে মরবে; কারণ তুমি

> তাকে সতর্ক করোনি, সে তার পাপে মরবে, এবং তার করা ধার্মিকতার কাজ আর স্মরণ করা হবে না; কিন্তু তার রক্ত আমি তোমার হাত থেকেই চাইব। তথাপি যদি তুমি সেই ধার্মিক ব্যক্তিকে সতর্ক কর, যাতে ধার্মিক ব্যক্তি পাপ না করে, এবং সে পাপ না করে, তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, কারণ সে সতর্ক হয়েছে; আর তুমিও তোমার প্রাণ রক্ষা করলে। ইযেকিয়েল ৩:১৭–২১।

যিহিষ্কেলের প্রথম 'এগারো' অধ্যায়ে তাঁকে যিরূশালেমের ধ্বংস দেখানো হয়, যা কবোর নদীর তীর, সমতলভূমি এবং যিরূশালেমে প্রদত্ত দর্শনসমূহ দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। তাঁকে যিরূশালেমের উপর আসন্ন বিচারের বিষয়ে একটি সতর্কবার্তা ঘোষণা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। যিরূশালেমের উপর আসন্ন বিচারের এই সতর্কবার্তাই প্রথমে লাওদিকীয় সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীকে প্রদত্ত সতর্কবার্তা। এই সতর্কবার্তায় যিরূশালেমে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই সকল লোকের বিচার ও প্রত্যাখ্যান চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের কাছে ঈশ্বরের মোহর নেই। যিহিষ্কেল দ্বারা প্রতিরূপায়িত এই সতর্কবার্তাই অতি শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের সতর্কবার্তা।

সেই প্রথম এগারো অধ্যায়ে, যেখানে এই সত্যগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে ইজেকিয়েলকে বোবা করা হয়; এবং এর পর থেকে তিনি কেবল তখনই কথা বলেন, যখন ঈশ্বর বিশেষভাবে তাঁর মুখ খুলে দেন; আর এ অবস্থা যিরূশালেমের ধ্বংস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যে সময় তিনি আবার কথা বলতে সক্ষম হন।

> তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করল, এবং আমাকে আমার পায়ের উপর দাঁড় করাল, এবং আমার সঙ্গে কথা বলল, এবং আমাকে বলল, যাও, তোমার গৃহের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ কর। কিন্তু তুমি, হে মনুষ্যসন্তান, দেখ, তারা তোমার উপর বন্ধন দেবে, এবং তা দিয়ে তোমাকে বেঁধে ফেলবে, এবং তুমি তাদের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে না; আর আমি তোমার জিহ্বাকে তোমার মুখের তালুর সঙ্গে লেগে যেতে দেব, যাতে তুমি বোবা হয়ে যাও, এবং তাদের জন্য তিরস্কারকারী না হও; কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ। কিন্তু যখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব, আমি তোমার মুখ খুলে দেব, এবং তুমি তাদের বলবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন; যে শোনে, সে শুনুক; এবং যে বিরত থাকে, সে বিরত থাকুক; কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ। যিহিষ্কেল ৩:২৪–২৭।

যিরূশালেম পতিত হলে, ইযেকিয়েল আবারও কথা বলতে পারলেন।

> আর আমাদের বন্দিত্বের দ্বাদশ বৎসরে, দশম মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যিরূশালেম হইতে পলায়ন করিয়া আসা এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া বলিল, নগর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর যে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল, তাহার আগমনের পূর্বে সন্ধ্যাবেলায় প্রভুর হস্ত আমার উপরে ছিল; এবং সে প্রাতে আমার নিকটে আসা পর্যন্ত তিনি আমার মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন; আমার মুখ খুলিয়া গেল, এবং আমি আর মূক রহিলাম না। যিহিষ্কেল ৩৩:২১, ২২।

যিরূশালেমের পতন অন্তিম কালে লায়োদিকীয় সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর পতনকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই পতন সংঘটিত হয় তখন, যখন নবম অধ্যায়ে যিরূশালেমে যাঁরা মোহরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা তখন বিজয়ী মণ্ডলী হিসেবে উন্নীত হন। যিরূশালেমের অন্তর্গত লায়োদিকীয়দের অপসারিত করা হয়, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে উন্নীত করা হয়, যখন মহিমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিমার সেই রাজ্য ক্রুশে অনুগ্রহের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল। ক্রুশে অনুগ্রহের রাজ্য রোববারের আইনের সময়

মহিমার রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এই দুই রাজ্যকে যিহিষ্কেলের গ্রন্থে অবস্থিত ভাববাণীমূলক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম এগারোটি অধ্যায়ে, যখন যিহিষ্কেলকে পবিত্রধামের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়, তখন বিষয়টি হলো ঈশ্বরের মণ্ডলীর পরিশোধন, যেহেতু তাঁর লোকেরা সংগ্রামী মণ্ডলী থেকে—যা গম ও শ্যামাঘাসের সমন্বয়ে গঠিত বলে সংজ্ঞায়িত—বিজয়ী মণ্ডলীতে পরিণত হয়, যা পেন্টেকস্টের গম-উৎসর্গ দ্বারা গঠিত।

> আর তুমি, ইস্রায়েলের অপবিত্র দুষ্ট রাজপুত্র, যার দিন উপস্থিত হয়েছে, যখন অধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: পাগড়ি সরিয়ে ফেল, এবং মুকুট খুলে নাও; এটি আর আগের মতো থাকবে না; যে নীচে আছে তাকে উচ্চে উন্নীত কর, এবং যে উচ্চে আছে তাকে নীচে নামাও। আমি একে উলটে দেব, উলটে দেব, উলটে দেব; এবং তা আর থাকবে না, যতক্ষণ না তিনি আসেন, যার অধিকার এটি; এবং আমি তাঁকেই তা দেব। ইযিহিষ্কেল ২১:২৫–২৭।

সিদিকিয় ছিলেন যিহূদার শেষ রাজা, এবং পদগুলোতে তিনিই সেই "ইস্রায়েলের দুষ্ট রাজকুমার, যার দিন উপস্থিত হয়েছে।" নবূখদ্নিৎসর যিরূশালেমে অধিকার করতে উদ্যত ছিলেন, এবং সিদিকিয়ের মুকুট বাবিলের দ্বারা অপসারিত হওয়ার ছিল; বাবিলকে পরে মীদীয় ও পারসিকরা উৎখাত করবে, তাদেরকে পরবর্তীতে গ্রীকরা উৎখাত করবে, আর গ্রীকদের উৎখাত করবে রোম। তৃতীয় উলটপালট রোমে এসে উপস্থিত হয়; আর ইতিহাসের সেই পর্যায়েই "যার অধিকার" সেই রাজা ক্রুশে সেই রাজ্যের স্থাপনের সময় অনুগ্রহের রাজ্যের মুকুট গ্রহণ করবেন।

> 'অধার্মিক দুষ্ট রাজপুত্রের' জন্য চূড়ান্ত বিচারের দিন উপস্থিত হয়েছিল। 'পাগড়ি সরিয়ে ফেল,' প্রভু আদেশ করলেন, 'এবং মুকুট খুলে নাও।' খ্রিষ্ট স্বয়ং তাঁর রাজ্য স্থাপন না করা পর্যন্ত যিহূদাকে আবার রাজা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না। দাউদের বংশের সিংহাসন সম্বন্ধে ঐশ্বরিক ফরমান ছিল, 'আমি একে উল্টে দেব, উল্টে দেব, উল্টে দেব'; 'এবং এটি আর থাকবে না, যতক্ষণ না তিনি আসেন, যাঁর অধিকার এটি; এবং আমি তা তাঁকেই দেব।' যিহিষ্কেল ২১:২৫–২৭। "ভাববাদীগণ ও রাজাগণ," ৪৫১।

পরবর্তী বৃষ্টির সময়ে, যা 9/11-এ জীবিতদের বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল, খ্রিষ্ট তাঁর মহিমার রাজ্য স্থাপন করেন।

> "যখন চার স্বর্গদূত ছেড়ে দেবেন, খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন।" —Spalding and Magan, 3.

৯/১১-এ প্রস্তুতির একটি কালপর্ব শুরু হয়, এবং রবিবারের আইন কার্যকর হলে মহিমান্বিত পবিত্র পর্বত সমস্ত পাহাড় ও পর্বতমালার ঊর্ধ্বে উন্নীত করা হয়।

> আমোৎসের পুত্র যিশাইয় যিহূদা ও যিরূশালেম সম্বন্ধে যে বাক্য দর্শন করিয়াছিলেন। আর শেষকালে এমন ঘটিবে যে, সদাপ্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতমালার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং পর্বতশ্রেণীর ঊর্ধ্বে উন্নত হইবে; আর সমস্ত জাতি তাহার প্রতি প্রবাহিত হইবে। এবং অনেক লোক গিয়া বলিবে, এস, আমরা সদাপ্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে আরোহণ করি; আর তিনি আমাদের আপন পথসমূহ শিক্ষা দিবেন, এবং আমরা তাঁহার পথে চলিব; কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা নির্গত হইবে, এবং যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য। যিশাইয় ২:১–৩।

৯/১১ তারিখে বায়ুগুলো মুক্ত করা হয়েছিল এবং পরে সংযত করা হয়েছিল; এভাবে দানিয়েলে দুই-এর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা চিহ্নিত হয়, যা পর্বত থেকে কাটা একটি প্রস্তররূপে উপস্থাপিত হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করে।

> “এই দর্শনটি ১৮৪৭ সালে দেওয়া হয়েছিল, যখন সাবাথ পালনকারী অ্যাডভেন্ট ভ্রাতৃবৃন্দের সংখ্যা ছিল অতি অল্প; এবং তাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই মনে করতেন যে এর পালন এমন পর্যাপ্ত গুরুত্বসম্পন্ন, যা ঈশ্বরের লোকদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি বিভাজনরেখা টানতে পারে। এখন সেই দর্শনের পরিপূর্ণতা দেখা যেতে শুরু করেছে। এখানে উল্লিখিত ‘সেই বিপদের সময়ের সূচনা’ বলতে সেই সময়কে বোঝানো হয় না যখন মহামারীগুলি বর্ষিত হতে আরম্ভ করবে, বরং তার ঠিক পূর্বের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝায়, যখন খ্রীষ্ট পবিত্রধামে আছেন। সেই সময়ে, যখন পরিত্রাণের কাজ সমাপ্তির পথে, পৃথিবীর উপর বিপদ নেমে আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে, তথাপি তাদের সংযত করে রাখা হবে, যেন তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়। সেই সময়ে ‘পরবর্তী বৃষ্টি,’ অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আগত সতেজতা, আসবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চকণ্ঠকে শক্তি দেওয়া যায় এবং সেই সময়ে যখন শেষ সাতটি মহামারী বর্ষিত হবে, তখন সাধুগণ যেন স্থির থাকতে প্রস্তুত হন।” Early Writings, 85.

শেষ বৃষ্টির সময় খ্রিস্ট তাঁর অনন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো অনুগ্রহের সেই রাজ্য, যা ক্রুশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং পাশাপাশি রবিবার-আইনের সময় তাঁর মহিমার রাজ্যও। সিদিকিয়াহ থেকে বাবিল (১ম রাজ্য), মাদীয়-পারস্যে (২য় রাজ্য), গ্রীসে (৩য় রাজ্য), এবং সেখান থেকে পৌত্তলিক রোমে (৪র্থ রাজ্য) — এই ধারাবাহিকতা অনুগ্রহের রাজ্যের দিকে অগ্রসরমান ইতিহাসকে শনাক্ত করে। সেই ইতিহাস আবার পাপীয় রোম (আধ্যাত্মিক বাবিল ৫ম রাজ্য) থেকে যুক্তরাষ্ট্রে (আধ্যাত্মিক মাদীয়-পারস্য ৬ষ্ঠ রাজ্য), সেখান থেকে জাতিসংঘে (আধ্যাত্মিক গ্রীস ৭ম রাজ্য), এবং তারপর ড্রাগন, জন্তু ও ভ্রান্ত ভাববাদীর ত্রিবিধ সংঘের দিকে অগ্রসর এক সমান্তরাল ঐতিহাসিক ক্রমকে শনাক্ত করে; এরা সম্মিলিতভাবে আধুনিক রোমকে গঠন করে (আধ্যাত্মিক রোম ৮ম রাজ্য, যা সেই সাতটিরই অন্তর্ভুক্ত)।

দানিয়েলে দুই-এ সেই রাজ্যের বিজয় একটি শিলাখণ্ড দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্তেরা মন্দিরের পাথরসম।

> তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায়, গঠিত হচ্ছ একটি আত্মিক গৃহ, এক পবিত্র যাজকসমাজ, যাতে যীশু খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলিদান উৎসর্গ কর। ১ পিতর ২:৫।

সেই চিরস্থায়ী রাজ্য জগতের রাজ্যসমূহের উপর জয়লাভ করে এবং সমগ্র পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে। যিহিষ্কেলের গ্রন্থের চল্লিশ অধ্যায় থেকে তাঁর গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত, সেই একই রাজ্যকে এমন এক মন্দিররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা জীবনজলে সমগ্র পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো আলোচনা অব্যাহত রাখব।